R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
৪ঠা অকটোবর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

পূজোর মুখে ভয়াবহ বিপর্যয়, রেল-সড়ক-ডাক-তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, জিনিসপত্রের দাম উর্ধ্বমুখী

বিশেষ প্রতিনিধি, ৪ অকটোবর—গত সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টিপাতে এবং জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়ার দরুণ কয়লা এবং ইস্পাত খনিসহ পশ্চিমবঙ্গের বারটি জেলা প্লাবিত হয়েছে। পূজোর মুখে এরকম ভয়াবহ বিপর্যয়ে রেল, সড়ক, ডাক ও তার এবং টেলিফোন যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় চলতি সপ্তাহ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। জঙ্গিপুরের কোথাও জ্বালানী কয়লা পাওয়া যাচ্ছে না, কেরোসিনেও টান পড়েছে। চাল, চিনি, রুটি, ঘুটে, তেল, কেরোসিন প্রভৃতি জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। পূজোর বাজারে কাপড়ের দোকানে রেডিমেড কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। আমদানী বাড়িয়ে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে মহকুমা শাসক গতকাল থেকে সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন। মজুত দ্রব্যের দাম না বাড়াতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হচ্ছে। আমদানীর মাধ্যমে মজুত বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দুমকা থেকে অস্থায়ী পারমিটে কয়লা আমদানীর জন্য ইতিমধ্যে কয়েকটি ট্রাক সেখানে রওনা হয়ে গিয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যেই তারা কয়লা নিয়ে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এভাবে কয়লা আমদানীর পরিমাণ আরো বাড়ানো হবে। কেরোসিন আমদানী করা হচ্ছে বহরমপুরের তালুকা কেরোসিন ডিপো এবং উত্তরবঙ্গের মালদা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্বালানী নিয়ে উত্তাপ, পুলিশ প্রহৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ১ অকটোবর—শহরের পাকুড়তলা পল্লীতে একটি কয়লার ডিপোয় কয়লা কেনাকে কেন্দ্র করে ২৮ সেপটেম্বর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং একজন শিক্ষার্থী কনসটেবল প্রহৃত হন। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা যায়, ওই দিন ওই ডিপোয় এত ভীড় হয় যে, কে আগে কয়লা নেবেন তা নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কনসটেবল অনিলকুমার ঘোষ তাঁকে আগে কয়লা দেওয়ার অনুরোধ করলে ফরোয়ারড ব্লক নেতা হরি তেওয়ারী গালিগালাজ করেন। প্রতিবাদ করাতে তেওয়ারী কনসটেবলকে মারধোর করেন। কনসটেবলের এই অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল তেওয়ারীকে গ্রেপ্তার করে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। অভিযোগে আরো প্রকাশ, তেওয়ারী প্রহৃত কনসটেবলের বিরুদ্ধে হার ছিনতাইয়ের মামলা রুজু করবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। থানায় এই হুমকির ব্যাপারে একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বারকার জলে সাগরদীঘির গ্রাম প্লাবিত

সাগরদীঘি, ৩ অকটোবর—গত সপ্তাহে কান্দী মহকুমায় আকস্মিক বন্যার ফলে দ্বারকা নদীর জল নবগ্রামের বনিয়া বিল ছাপিয়ে সাগরদীঘির ডাঙাপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। বোখারা—২ এবং মোরগ্রাম অঞ্চলের তেলাঙ্গল, বোখারা, সাঁকোবাজার ও ডাঙাপাড়া এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার বিঘে জমির ধান নষ্ট হয়। জল ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক কর্তৃপক্ষ ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েন। এখন জল ধীরে ধীরে কমছে।

ডাঃ আনিসুর রহমান জামিন পেলেন

জঙ্গিপুর, ৩ অকটোবর—শহরের মীনা ফারমেসীর মালিক ডাঃ আনিসুর রহমান এবং তাঁর শ্যালক ২৭ সেপটেম্বর কলকাতা হাইকোরট থেকে জামিনে মুক্তির আদেশ পেয়েছেন। ভেজাল ওষুধ বিক্রীর দায়ে ১৪ সেপটেম্বর তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জঙ্গিপুর আদালত তাঁদের জামিনের আবেদন নাকচ করেছিলেন।

মহাসপ্তমী ঃ ২১ আশ্বিন ১৩৮৫ সন রবিবার ইং ৮ অকটোবর ঘঃ ৯-২৭-৯ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন এবং সপ্তমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

মহাঅষ্টমী ঃ ২২ আশ্বিন ১৩৮৫ সন সোমবার ইং ৯ অকটোবর ঘঃ ৭-১-৬ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। **সন্ধিপূজা ঃ** রাত্রি ১২-৫০-১০ সেঃ গতে রাত্রি ১-৩৮-১০ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সন্ধিপূজা।

মহানবমী ঃ ২৩ আশ্বিন ১৩৮৫ সন মঙ্গলবার ইং ১০ অকটোবর ঘঃ ৭-১-২১ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা।

মহাদশমী ঃ ২৪ আশ্বিন ১৩৮৫ সন বুধবার ইং ১১ অকটোবর ঘঃ ৮-২৮-৫২ সেঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপন।

পুলিশের চোখে জল

বিশেষ প্রতিনিধি : এই পাতায় পূজোর নির্ঘণ্টের সঙ্গে দুর্গার ছবিটি দেখুন প্রসন্ন দৃষ্টিতে উনি চেয়ে আছেন। লোকের বিশ্বাস, প্রতি বৎসর তিনি এই সময় কৈলাস থেকে বাপের বাড়িতে আসেন সবার মুখে হাসি ফোটাতে। সেই তিনি অর্থাৎ দুর্গতিনাশিনী এবার আসছেন দুর্গতি নিয়ে। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলা একসাথে পড়েছে বন্যার কবলে। এর এক মাস আগে আরো দু'বার বন্যার আঘাত এসেছে—প্রথমে দুটি জেলায়, পরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুটি আদর্শ গ্রাম

জঙ্গিপুর, ৪ অকটোবর—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা অঞ্চলের খেজুরতলা এবং মিঠিপুর অঞ্চলের রামেশ্বরপুর গ্রাম দুটি বন্যা প্রতিরোধে আদর্শ গ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। একেবারে পদ্মার মুখে হয়েও গ্রাম দুটিতে বন্যার জল ঢোকেনি। গ্রামবাসীরা, এমন কি মেয়েরাও দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে মাটির বাঁধ তৈরী করেছেন। সরকারী সাহায্যের আশায় বসে না থেকে যেমন যেমন জল বেড়েছে, ঠিক ঠিক তত উঁচু করে বাঁধ তৈরী করে কীর্তিনাশা পদ্মার ভয়ঙ্কর বন্যাকে তাঁরা রুখে দিয়েছেন।

ধুলিয়ানে গঙ্গাভাঙন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গাভাঙনে ধুলিয়ান শহরের ১নং ওয়ারড নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ২নং ওয়ারডও ভাঙনের কবলে পড়েছে। ১০ সেপটেম্বর এই ওয়ারডের গুড়িপাড়ায় ৪টি বাড়ী হঠাৎ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়। তার মধ্যে একটি বাড়ী নির্মল মণ্ডল নামে একজন লোককে নিয়ে পড়ে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পূজোর আড়ম্বর কমিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

মাথায় থাকুন মা দুর্গা

আর কয়েকটি দিন পরে মা আসিতেছেন। আসিতেছেন গজে আরোহণ করিয়া। কিন্তু আসিয়া কি দেখিবেন? দেখিবেন—তাঁহার সন্তানের দল নয়নের জলে বুক ভাসাইতেছে আর বন্যার জলে ভাসিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আকাশের জলে, বন্যার জলে আর নয়নের জলে সারা দেশ ছয়লাপ। তিনটি জেলা বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই দুর্গতির দুর্গে বন্দী। পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, ফসল পচিয়া গিয়াছে, সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রাণহানি ঘটিয়াছে। সবই তো গিয়াছে—বাকী রহিল কি? দুর্গতির একশা হইয়া গিয়াছে। বন্যার বলি যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শুধু 'হায় হায়' বলিয়া 'ঠোঁটের সহানুভূতি' প্রকাশ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিন্তু যাঁহারা দুর্য্যোগ আর দুর্গতির সঙ্গে প্রাণের শেষবিন্দু শক্তি দিয়া লড়াই করিয়া রণক্লান্ত সৈনিকের মত জীবন্মৃত অবস্থায় ধুঁকিতেছে তাহাদের জন্য দুর্গতিনাশিনী মা কি বরাভয় বহন করিয়া আনিতেছেন? মা বঙ্গে আসিয়া দেখিবেন ঘরে ঘরে অন্ধকার, গ্রামে গঞ্জে, সমতলে অসমতলে জলোচ্ছ্বাস, মাঠে-ঘাটে-বাটে গলিত শবের স্তূপ। মায়ের আগমনী গাহিবে কে?

পঞ্জিকাকারের গণনার ফল আজ অনিকেতহীন দুর্গত মানুষের কাছে ব্যর্থ পরিহাসের মত শোনাইতেছে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া যখন বন্যার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তখন শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার চিন্তা—ভাবনা এখান হইতে বিদায় লইয়া 'মূর্খের স্বর্গে' বসিয়া করিলে তেমন হাস্যকর বলিয়া মনে না হইতেও পারে। বন্যার সাথে আসিয়াছে—'নাই-নাই-এর দল'। কেরোসিন নাই, কয়লা নাই। এই বেলায় যাহাও আছে ঐ বেলায় তাহাও নাই। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ কত আর চলিবে? সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে কষ্টের, ক্লেশের, কান্নার। নিরানন্দময় সন্তানের সংসারে আসিলে মায়ের আনন্দময়ী সত্তা হারাইয়া যাইবে। বন্যার জলে যখন চণ্ডীমণ্ডপ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে তখন তাঁহার দুর্গত সন্তানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—এইবার মাথায় থাকুন মা দুর্গা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বোঝাপড়া হয়নি

আপনার পত্রিকায় একটি ভুল সংবাদ ছাপানো হয়েছে। তার প্রতিবাদ করছি। পঞ্চায়েতের প্রধান নির্ব্বাচনে গোবর্ধনডাঙ্গা ও বোথারা (১) অঞ্চলে কংগ্রেস (আই) এর সংগে সি পি আই (এম) র কোনরূপ বোঝাপড়া হয়নি। সাগরদীঘিতে সি পি আই (এম) এর ভূমিকাই যথেষ্ট প্রমাণ। সঠিক তথ্য না নিয়ে দয়া করে এরকম সংবাদ প্রকাশ না হয় তার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—গিয়াসুদ্দিন মির্জা, সাগরদীঘি।

বন্যাত্রাণে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর—ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তাঁদের বন্যাত্রাণ তহবিলে জঙ্গিপুর বার এ্যাসোসিয়েসন ৫০০ টাকা, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় ১১৩ টাকা ও ৩৭৪টি পুরনো জামাকাপড়, রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুল ২০০টি পুরনো জামাকাপড় এবং জঙ্গিপুর গার্লস জুনিয়ার হাই স্কুল ৫০টি জামাকাপড় দান করেছেন। ধুলিয়ান এবং অরঙ্গাবাদে একমাস ধরে দৈনিক ১৮ হাজার বন্যার্তকে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে এবং ৫ হাজার জামাকাপড় ও ১ হাজার ধুতি-শাড়ী বিলি করা হয়েছে।

এ ছাড়াও জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসের কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ৫০১ টাকা দান করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

অনুমোদন বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : গদাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের অধীনে নদীবেষ্টিত গদাইপুর গ্রামে দীর্ঘ ছ' বছর ধরে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে, বলতে বাধা নেই, বিগত সরকারের 'প্রতিশোধমূলক বৈরী' মনোভাবের জন্যই সেটি অনুমোদন পায়নি। গ্রামটির ৯০ ভাগ মানুষ তপশীলি সম্প্রদায়ভুক্ত; শিক্ষকদের মধ্যেও একজন তপশীল শ্রেণীভুক্ত। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ রয়েছে যেখানে আজও তিনজন যুবক স্বেচ্ছা শিক্ষাদানে রত। যদিও সরকারী কৃপাদৃষ্টির অভাবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, জেলার মধ্যে এটাই সম্ভবতঃ একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় যা নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি নেই, নেই কোন মনকষাকষি। সবাই চান স্কুলটি অনুমোদন পাক। কিন্তু অনুমোদন পায়নি। বিগত সরকারের মত এ সরকারও গদাইপুর গ্রামের একমাত্র স্কুলটির প্রতি দৃষ্টি দেননি বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

১৯৭৬ সালে তৎকালীন সরকার অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত হিসেবে গদাইপুর প্রাঃ স্কুলসহ মোট ২৪টি স্কুলকে অনুমোদন দিতে পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি শাসনেও রাজ্যপাল স্কুলটিকে অনুমোদন দিতে নির্দ্দেশ দেন। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে সরকার বদল হয় এবং আশ্চর্য্যজনকভাবে বামফ্রন্ট সরকার 'স্যাংশন' কোটা বাতিল করে দেন বলে জানা যায়।

দিলদারের কলমে :

আহাম্মক কে?

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

দুই থেকে সওয়া দুই যুগ আগে ট্রেনের কামরায় ফিরি করতো 'ভালো নয়' আর 'আহাম্মক কে' পুস্তিকা দু'খানি। লেখক জনৈক প্রধান শিক্ষক আর মূল্য তখনকার দিনে নামমাত্র; ঠিক মনে নেই। আলোচ্য-ক্ষেত্রে আহাম্মকের কথা ধরা যাক।

আগা-গোড়া মনে নেই। আছে বিচ্ছিন্ন কিছু স্মৃতি পুস্তিকাটির। "নিজের ধন পরের কাছে গচ্ছিত রাখা আহাম্মকি তো বটেই, বিয়ে করে বৌকে বাপের বাড়ীতে রাখা সেও এক আহাম্মকি। আহাম্মকি নদী তীরে পাকা বাড়ী তৈরী (অবশ্য যে নদীতে ভাঙ্গন আছে), আর গরীব হয়ে ধনীর সাথে পাল্লা দেয়া। হ্যাঁ, গুজরে (খেয়াঘাটে) পয়সা দিয়ে সাঁতরিয়ে পার হওয়াকেও আহাম্মকির লাইনে 'প্লেস' করা হয়েছে। সোনার তাল মনে করে পিতলের ঢ্যালা নিয়ে সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্তনকারীকেও নাকি পুরো আহাম্মক বলা হয়ে থাকে।

ঠিক এই ধরনের আহাম্মক বলতে বাধা নেই মফঃস্বলবাসী দৈনিক সংবাদপত্রের পাঠকদের। এই মন্তব্যের জন্য কোন কসুর ধরেন কোন হৃদয় দৈনিক সংবাদপত্র পাঠক, তবে গোস্তাকী বা বেয়াদপি মাফ্ করবেন জাঁহাপনা

নিত্য দৈনিকের বাংলা পাতা উলটান, দেখবেন সবই রাজ্যের রাজধানীর খবর, যদি স্থান পায় অবশ্য। কেন না, দৈনিকের পৃষ্ঠার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ প্রচার। বাকী অংশে ঢুকতে চায় দুনিয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যায় বাংলা দৈনিক বড্ড কাঙ্গাল। মূল্যে কিন্তু বড় শেঠজী। এমতাবস্থায় মফঃস্বলবাসীদের কোন দরকারী সংবাদই স্থান পায় না। যেগুলো পায় সেগুলি দলবাজির ফসল। ঐ কলকাতা আর কোলকাতার আশেপাশের এলাকার। মনে করবেন না যেন কেউই যে, সংবাদপত্র অফিস গঙ্গা-পানীতে ধোয়া তুলসীপত্র। সেখানেও চলছে নিজেদের মধ্যে দলাদলি।

যে দৈনিকে মফঃস্বলের সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যা, সঙ্কটের কথা প্রকাশ পায় না সে দৈনিক কেনার প্রয়োজন কি? শুধু কি নেশা ধরাবার জন্য সংবাদপত্র পাঠ করবেন? হ্যাঁ এ এক ধরনের নেশা বলা চলে।

পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির একমাত্র ধারক-বাহক আর প্রচারক বলে নিজেরা মনে করেন কোলকাতার দুই দৈনিক গোষ্ঠী। একটির চালক-নিয়ন্ত্রক সংকার এ্যাণ্ড সনস অপরটি ঘোষ এ্যাণ্ড কোং। পরের বাংলা দৈনিকে মফঃস্বলের ছিঁটেফোটা থাকে। আগেরটিতে খুঁজে পাওয়া যায় না কুলীন বলে। এরা উভয় গোষ্ঠীই সাহিত্য-সাগরে সকলকে স্নান করাতে চান। তবুও নাম দৈনিক সংবাদপত্র, যেখানে সংবাদ খুঁজতে হয়। এ যেন তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।

সংবাদপত্র এমন নেশা ধরিয়েছে যে, মৃত লোকও সংবাদপত্র পাঠ করেন। মৃতের প্রতি প্রচার দেখুন। আর দৈনিকে প্রকাশ না পেলে যে কোন ব্যাপার না-পাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এমনি রুচি দাঁড়িয়েছে আমাদের। না, ঠিক বলা হলো না। রুচি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঠকদের। চোখে দেখেও যাঁরা সম্বিৎ হারিয়েছেন তাঁদের কি আহাম্মক বলা যায় না? সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সংবাদ পাঠকদের তেমন আমল পায় না,

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরিশোধিত পানীয় জল পান করুন, বাসী খাবার খাবেন না

বেবীফুড উধাও ব্যবসায়ী প্রহৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ অক্টোবর—'তিনটি করে আমূল উপঢৌকন দিয়ে' জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ী 'গোপনে সেল অরডার হাতিয়ে' রাতারাতি বেবীফুড উধাও করে দিয়েছেন বলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। একই অভিযোগে জঙ্গিপুর শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী গতকাল উত্তেজিত জনতার হাতে সপুত্র প্রহৃত হয়েছেন। খবরে প্রকাশ, বেবীফুড মজুত থাকা সত্ত্বেও বিক্রী করতে অস্বীকার করলে জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তাঁর পুত্রকে প্রহার করে। বেবীফুড উধাও নিয়ে উত্তেজনা এখন শহরের সর্বত্র। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠেছে।

আহাম্মক কে?

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

কেন না এ ব্যাপার যে 'ঘরকা মুরগি দাল বরাবর'।

তাই বলছি মফঃস্বল বাংলার পাঠককুল চিন্তা করুন, আওয়াজ তুলুন 'এ রেওয়াজ চলবে না, চলবে না। মফঃস্বলের সংবাদ প্রকাশ হওয়া চাই'। নইলে বন্ধ করুন দৈনিক পাঠ। অন্য দৈনিক দেখুন যাতে মফঃস্বলের সংবাদ থাকে। একমাত্র কৌলিন্যের খাতিরে সাহিত্যের নেশায় ধোঁকা দেয়া যায় না বারবার। —দিলদার

পূজোর মুখে চুরি বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: মহাপূজার আর দিন কয় বাকী। ঠিক এই মুহূর্তে মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যাপকভাবে চুরির খবর আসছে। সব খবর পুলিসের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে না। কারণ চুরির কিনারায় পুলিসের ওপর লোকের আস্থা একেবারে নাই বলে লোকে বলাবলি করছেন।

খবরে প্রকাশ রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামে একরাতে ৭টি বাড়ীতে চোরের দল হানা দেয়। একটি চায়ের দোকান থেকে চোরেরা সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। ঐ গ্রামে প্রায় প্রতি রাতেই চুরির ঘটনা ঘটছে। জামুয়ার অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে এবং রঘুনাথগঞ্জ শহরেও কয়েকদিনে কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

লুণ্ঠিত শাল উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ, ১ অক্টোবর—মিঞাপুর ডাকাতি মামলায় মনোজ গুহর বাড়ী থেকে লুণ্ঠিত একটি শাল গতকাল বহরমপুরের একটি লন্ড্রী থেকে উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। ২ এপ্রিল রাত্রে সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে এই ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল। জানা গিয়েছে, আঃ করিম নামে একজন ডাকাতের বাড়ীতে তল্লাসির সময় পুলিশ একটি লন্ড্রীর মেমো পায়। সেই মেমো থেকে পুলিশ জানতে পারে ২৭-৭-৮ তারিখে শালটির রঙ পালটানোর জন্য বহরমপুরের ওই লন্ড্রীকে দেওয়া হয়েছে। ডেলিভারীর তারিখ ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। পুলিশ সেই মত গতকাল ওৎ পাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করিম লন্ড্রীতে না যাওয়ায় শালটি সীজ করা হয়। রঙ পাল্টে দেওয়া হলেও শালের পাড় দেখে মনোজবাবু ও তাঁর ছেলে শালটি তাঁদের বলে সনাক্ত করেছেন। খবরটি পুলিশ সূত্রের। এই সূত্রের আর একটি খবরে প্রকাশ, তালাইয়ের ডাকাতির ঘটনায় লুণ্ঠিত কিছু বাসনপত্র সমেত পুলিশ সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধুলিয়ানে গঙ্গাভাঙন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়। তবে ভাগ্যক্রমে তার জীবন রক্ষা পায়। ৭ ও ৮নং ওয়ারডও ভাঙনের ফলে ধ্বংসের মুখে। এ ছাড়াও দুর্গাপুর ও মহেশপুর ভাঙন কবলিত। সরকারী সূত্রের খবরে প্রকাশ, চলতি মরশুমে ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় গঙ্গাভাঙনে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে ফরাক্কা এলাকায় ভাঙনের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী।

ভক্ষক রক্ষক

ধুলিয়ান, ৩ অক্টোবর—বুধবার রাত্রে ডাকবাংলোর কাছে ও আর-হউ ৬৬২১ নম্বর লরির খালাসি লরির ওপরে চেপে দড়ি কেটে মাল লোপাটের চেষ্টা করছিল। পেছন থেকে হঠাৎ একটা পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে সে দড়ি বেঁধে দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ে। পুলিশের গাড়িতে ছিলেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্বয়ং। তিনি লরিটি আটকে চালক এবং খালাসিকে গ্রেপ্তার করেন বলে পুলিশ জানায়।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর ২য় মুনসেফী আদালত

কেস নং ১৩।১৮ সত্ব।

বাদী—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়

বঃ

বিবাদী—শ্রীকিরীটিভূষণ রায় দিং

জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত ডাঙ্গরাইল গ্রামের মৃত কান্তিভূষণ রায়ের পুত্র শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় ডাঙ্গরাইল গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে ১। কিরীটিভূষণ রায় ২। বসন্তকুমার রায় ৩। নবকুমার সাহানা ৪। সুনীলকুমার মার্জিত ৫। নিত্যানন্দ দত্ত ৬। মানিকলাল সাহানা ৭। অমূল্য সরকার ৮। বিভূতিভূষণ সরকারকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া থানা সাগরদীঘির অধীন ডাঙ্গরাইল মৌজার ৪৬০নং খতিয়ান ভুক্ত ৩২৬নং দাগের ৪ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে এবং ঐ মৌজার ৪২৬নং খতিয়ানভুক্ত ৩২০/৮২৪নং দাগের ৩ তিন শতক সম্পত্তিতে বাদীর যাতায়াতের অধিকার বর্ত্ম স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুনসেফী আদালতে ১৯৭৮ সালের ১৩নং অন্য প্রকার মোকর্দমা করিয়াছেন এবং উক্ত মোকর্দমা ডাঙ্গরাইল গ্রামের জনসাধারণের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়ায় আদালতে দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে দরখাস্ত করিয়াছেন।

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত মোকর্দমায় ডাঙ্গরাইল গ্রামবাসীগণ পক্ষে যে কোন ব্যক্তি আবশ্যকীয় পক্ষভুক্ত হইয়া মোকর্দমা পরিচালনে ইচ্ছুক হইলে আগামী ২৩-১১-৭৮ তারিখ মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া স্ব স্ব পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন।

By Order of the Court,
Sd/- K. R. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১ অক্টোবর—আজ এস ডি ও কোরট প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত পঞ্চানন চ্যাটারজি ও রজনীকান্ত দাস স্মৃতি শীল্ডের একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ তরুণ সংঘ (লালবাগ) ও জোতকমল স্পোরটিং ক্লাব যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

পূজোর অবকাশ

আগামী বুধবার, ১১ অক্টোবর, শারদীয়া দুর্গাপূজো উপলক্ষে ছাপাখানা ও জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয় বন্ধ থাকবে। তাই জঙ্গিপুর সংবাদের আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৮ অক্টোবর। —প্রকাশক

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস: গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন: ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

জায়গা বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলো সংলগ্ন ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী এক বিঘা জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন: রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

সুযোগ বুঝে অসাধু ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, সতর্ক থাকুন

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধমুখী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও রায়গঞ্জ থেকে। মহকুমার সব কটি ব্লকে ডিলারদের মাধ্যমে কারড পিছু সেই তেল বিক্রীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিহার থেকে চাল, মুড়ি, চিঁড়ে আমদানী করা হচ্ছে। চাল ব্যবসায়ীদেরকে চালের দাম ২·১০ টাকা থেকে ২·৪০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বাজারে চাল বিক্রী হচ্ছে ২·৫৫ টাকা থেকে ২·৭৫ টাকা দরে। অথচ পুলিশের রিপোরট চাল নাকি ২·৪০ টাকা দরে পাওয়া যাচ্ছে। ৩০ সেপটেম্বর আলুর দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়লেও প্রশাসনের অনুরোধে আড়তদাররা কিছুটা দাম কমিয়েছেন। এখন আলুর দর ১·৫০ টাকা। বন্যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ৩০ সেপটেম্বর বাজারে মাছের দাম যথেষ্ট কমে যায়। ওই দিন ইলিশ ও গলদা চিংড়ির দর ছিল ৮·০০ টাকা থেকে ৯·০০ টাকা। ১ অকটোবর থেকে উত্তরবঙ্গে মাছ চালান যেতে শুরু করায় দাম কিছুটা বেড়েছে। মাঝে মাঝে প্রবল বর্ষণ অব্যাহত আছে।

জঙ্গিপুরের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ২৮ সেপটেম্বর থেকে। সংবাদপত্র আসাও বন্ধ হয় ওই দিন থেকে। ফলে রেডিও ছাড়া খবরের সমস্ত মাধ্যম একেবারে বন্ধ। কোথায় কি হচ্ছে কেউ জানেন না। আর টি মেসেজে সরকারী খবর ছাড়া আর কোন খবর যাচ্ছে না। টেলিগ্রাম লাইন খারাপ থাকায় কলকাতা পুলিশের ট্রেনিং ক্যাম্পে সেকেন্দ্রার একজনকে তাঁর বাবার মৃত্যু সংবাদ জানানো সম্ভব হয়নি। কলকাতায় গিয়ে জঙ্গিপুর এলাকার বহু লোক আটকে পড়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ বহু কষ্টে ঘোরাপথে অথবা হাঁটাপথে কেবলমাত্র এসে পৌচচ্ছেন। বন্যার বিভীষিকার যে বর্ণনা তাঁরা দিচ্ছেন, তা অবর্ণনীয়। জাতীয় সড়ক এবং রেলপথের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। এই এলাকায় এখন কেবলমাত্র আজিমগঞ্জ—নলহাটী শাখা রেলপথে ট্রেন চলাচল করছে। এখানকার ট্রেনগুলি আজিমগঞ্জ—নলহাটী—রামপুরহাট ও বারহারোয়ার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। অবশ্য আজিমগঞ্জ লোকোতে যে পরিমাণ কয়লা মজুত আছে, তাতে আর মাত্র সপ্তাহখানেক ট্রেন চলতে পারবে বলে জানা গেছে। বন্যাপ্লাবিত কান্দী মহকুমায় বন্যাদুর্গত জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। তবে চিঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি বিহারের পাকুড়েও না। ভাবুা এবং পাঁচগ্রামকে রিলিফ পয়েন্ট করে এই সমস্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। জঙ্গিপুরের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, এক ঘন্টার নোটিশে ৩০ সেপটেম্বর জঙ্গিপুর থেকে ১৭ জনের একটি চিকিৎসক দলকে কান্দী পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিশের চোখে জল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঁচটি জেলায়। এবার বারটি জেলায়। যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অশেষ দুর্গতির মধ্যে বেড়েছে উদ্বেগ, প্রিয়জনের জন্য উৎকণ্ঠা।

আমাদের এই জেলায় পুলিশে যাঁরা কাজ করেন, মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সুলতান সিং তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বার্তায় বলেছেন, উদ্বিগ্ন হবেন না। সকলের মত আপনাদের পরিবারের লোকজনদেরও উদ্ধার করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর বন্যার খবর শুনে কেউ কি পারে উদ্বেগ চেপে রাখতে? পারে না, পারা সম্ভবও নয়। পরশু দেখলাম এস ডি পি ও র কাছে ৫ দিনের ছুটি চাইতে গিয়ে একজন কনসটেবল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বল্লেন, তাঁর বাড়ী ভরতপুরে। ছেলে-মেয়েরা সেখানেই আছে ঠাকুরমার কাছে। রেডিওতে ভরতপুর ভেসে যাওয়ার খবর শুনে স্ত্রী কান্নাকাটি করছেন। তিনি কান্দী থেকে নৌকোয় ভরতপুর গিয়ে শুধু একটিবারের জন্য তাদের দেখে আসতে চান।

আর একজন কনসটেবল, বাড়ি যাঁর বেলডাঙ্গায়, দেখলাম চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন এস ডি পি ও অফিস থেকে।

শুধু পুলিশের চোখে কেন, জল আজ সবার চোখে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র।

পূজা এবং গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট

সুতী খাদি ৩০%
রীল্ড সিল্ক ১৫%
স্পান সিল্ক ২৫%

গান্ধী স্মারকনিধি
খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ

৮ই অক্টোবর, ১৯৭৮ পর্যন্ত এই রিবেট চালু থাকিবে।

নবকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে নবকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
নবকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
নবকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্যাদুর্গত মানুষ আপনার সাহায্যপ্রার্থী, ওদের সাহায্য করুন